বিশ্বাস ও বাধ্যতা

আদিপুস্তক ১২.৪-৯পদ

গত সপ্তাহে আমরা অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ এবং প্রতিজ্ঞা বিষয়ে শিখেছি(১২.১-৩)। অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের আহ্বান তথা বাক্য উপস্থিত হয়েছিল। এই আহ্বান পাবার জন্য যে সে যোগ্য ছিল, এমন নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজের সার্বভৌম মনোনয়ন অনুসারে তাঁর বাক্য অব্রাহামের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। এখন সেই বাক্যের প্রতি অব্রাহাম কী আচরণ করবেন? অব্রাহাম ঈশ্বরের বাক্যে অবিশ্বাস করতে পারত, সে তাঁর পুরানো জীবনেই থাকতে পারত। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ নিজের দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈত্রিক বাটি ত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা অব্রাহামের পক্ষে ছিল বিরাট ঝুঁকি। কিন্তু অন্যদিকে এই ঝুঁকি গ্রহণ করার দ্বারা, তথা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করার দ্বারা অব্রাহাম মহাজাতিতে রূপান্তরিত হবার, মহৎ নামের অধিকারী হবার ও আশীর্বাদের আকর হবার প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা লাভ করতে পারে। অব্রাহাম কী করবে?

আজ একইভাবে, আমরাও যখন আমাদের জীবনে প্রথম যীশুর সুসমাচার শুনি, আমরা সেই সুসমাচারের প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস প্রদর্শনের সুযোগ পাই। সুসমাচার আমাদের কাছে একদিকে অনন্তজীবন, স্বর্গীয় আত্মিক আশীর্বাদ ও ঈশ্বরের সন্তান হবার প্রত্যাশ্যা ও প্রতিজ্ঞা করে; কিন্তু অন্যদিকে আমাদের পাপের পুরানো জীবন, পারিবারিক পরম্পরা এবং বাহ্যিক শ্লাঘার বিষয়সমূহ ত্যাগ করার ঝুঁকি নিতে আহ্বান করে। আমরা কোন্ বিষয়কে বেছে নেব?

অব্রাহাম ঈশ্বরের আহ্বান তথা বাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন। কারণ, অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে ***"ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা সফল করতেও সমর্থ আছেন"***(রোমীয় ৪.২১)। মানুষের সমস্ত চিন্তা বা জ্ঞান অনুসারে, অব্রাহামের পক্ষে "বহু জাতির পিতা হওয়া" কতখানি অসম্ভব ছিল, তা অব্রাহাম ভাল করেই জানতেন। এই বাধা ঈশ্বরের বাক্যে অবিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অব্রাহাম বিশ্বাসে দূর্বল না হয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করে, সন্দেহ না করে, বিশ্বাসে বলবান হয়েছিলেন ও ঈশ্বরের গৌরব করেছিলেন (রোমীয় ৪.১৮-২০)। তাই, ***ঈশ্বর অব্রাহামের এই বিশ্বাস দেখে অব্রাহামকে ধার্মিক গণিত করেছিলেন***(আদি ১৫.৬;রোমীয় ৪.৩)। এই সত্য কেবল অব্রাহামের প্রতি নয়, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের প্রতি একইভাবে প্রযোজ্য। পৌল আমাদের জানিয়েছেন, ***"ইহা যে কেবল অব্রাহামের জন্য লিখিত হয়েছে, এমন নয়, কিন্তু আমাদেরও জন্য; আমাদের পক্ষেও তাহা গণিত হইবে"*** (রোমীয় ৪.২৩)। অব্রাহাম আমাদের কাছে বিশ্বাসের মডেল। আমরাও যখন সুসমাচার শুনি, তখন অব্রাহামকে অনুসরণ করে, সন্দেহের পরিবর্তে যেন বিশ্বাসে বলবান হই।

আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক গণিত হই। যার অর্থ, সত্ত্বাগত অর্থে যদিও আমরা প্রত্যেকেই পাপী, এই পাপ থেকে আমরা কেউই নিজেদের উদ্ধার করতে পারি না, ঈশ্বরের বাক্য তথা যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা পাপ থেকে ক্ষমা পাই, অনন্ত জীবন লাভ করি, ঈশ্বরের সন্তান হই। যে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তান হলাম, ঈশ্বরের সন্তান হবার পর আমরা সেই বিশ্বাসেই আমাদের জীবন যাপন করি। এখন আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, এই বিশ্বাস-জীবনের কেন্দ্রে বাধ্যতা থাকতে বাধ্য। কারণ বাইবেলে বিশ্বাস ও বাধ্যতা হল সমার্থক শব্দ। আবার এই বিশ্বাস কোন একগুচ্ছ বিশ্বাসসূত্রের প্রতি নিছক বিশ্বাস প্রদর্শন নয়; কিন্তু এই বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতা ও সম্মতি। অব্রাহাম আমাদের কাছে বিশ্বাসের পূর্বপুরুষ। তাঁর জীবন থেকে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সম্মতি ও বাধ্যতার দ্বারা কীভাবে বিশ্বাস জীবন যাপন করতে হয়, তা শিখবার সুযোগ পেয়েছি। তিনি আমাদের কাছে মডেল।

১। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সম্মতি - ৪ পদে বলা

হয়েছে, "***পরে অব্রাম সদাপ্রভুর সেই বাক্যানুসারে যাত্রা করিলেন।***" ১ পদে ঈশ্বর অব্রাহামের প্রতি যে "চল" আদেশ করেছিলেন;এই পদে "যাত্রা করিলেন" তার উত্তর। আবার ৫ পদ অনুসারে, ঈশ্বরের বাক্যানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, অব্রাহাম "*কনান দেশে গমনার্থে যাত্রা করিলেন, এবং কনান দেশে আসিলেন।*" অব্রাহাম এই যাত্রা নিজের ইচ্ছানুসারে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতার কারণেই সাধন করেছিলেন। বিশ্বাসীর জীবনে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসী তাঁর জীবনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিজের ইচ্ছানুসারে নয়, বা আকস্মিক দৈব্য আদেশের দ্বারাও নয়;কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে গ্রহণ করে থাকে। ঈশ্বরের বাক্য যখন আমাদের কাছে বিশ্বাস জীবনের পথ প্রদর্শন করে, তখন আমাদের দায়িত্ব সেই বাক্যের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন। এই বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একজনের একঝাঁক রাজহাঁস ছিল। প্রতি রবিবার এই রাজহাঁসরা গাছের তলায় মিলিত হত, যখন পুরুষ রাজহাঁস তাদের কাছে প্রচার করে বলত যে আকাশে উড়বার জন্য তাদের ডানা দেওয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহেই তারা এই প্রচার শুনত; কিন্তু প্রচার শোনার পর তারা নিজেদের ঘরে ফিরে যেত, কেউই উড়বার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করত না। তারপর বড়দিনে রাজহাঁসের মাংসের ভোজ হল। দূর্ভাগ্য, প্রতি রবিবারের এত প্রচার সত্ত্বেও তাদের কেউই নীল আকাশের বুকে উড়বার আনন্দ উপভোগ করতে পারল না। কেন? উড়বার কথার প্রতি সম্মতি ও বাধ্যতার অভাবের জন্যই এই ঘটনা ঘটেছিল।

অব্রাহাম কেবল ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ নয়, সেই বাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে যাত্রা করেছিলেন। আপনি কি কেবল ঈশ্বরের বাক্য শুনেই ক্ষান্ত হন, না সেই বাক্যের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করেন? কেবল এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা নয় (তা শয়তানেও করে, যাকোব ২.১৯), কিন্তু সেই বিশ্বাস অনুসরণ করে ঈশ্বরের বাক্য পালনের দ্বারাই আমরা আশীর্বাদ লাভ করি।

২। বিরোধীতার মোকাবিলা - যখন আমরা বিশ্বাস জীবন শুরু করি ও প্রতিদিন সেই বিশ্বাস অনুসারে পথ চলি, আমরা বিরোধীতার সম্মুখীন হতে বাধ্য। এখানে বিরোধীতার অর্থ, আমরা আমাদের বিশ্বাস জীবনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হই। অব্রাহামের জীবনে সারার বন্ধাত্ব ছিল অন্যতম বাধা। ঈশ্বর-বিশ্বাসের যাত্রা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে অব্রাহাম বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

৬ পদে বলা হয়েছে, "*অব্রাহাম শিখিম স্থানে, মোরির এলোন বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে কনানীয়েরা সেই দেশে বাস করত।*" এই কথার দ্বারা ঈশ্বরবিশ্বাস-বিরোধী শিক্ষা ও সংস্কৃতি অধ্যুষিত অঞ্চ লকে নির্দেশ করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের বেশিরভাগ জায়গায় আমরা দেখতে পাই, এই কনানীয়েরা ইস্রায়েলীদের বারংবার ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যেতে প্রলুব্ধ করেছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিশ্বাস জীবনের আশীর্বাদসমূহ বিনা-বাধায় আমাদের জীবনে আসে না।

আমরা আমাদের বিশ্বাস জীবন পথে একের পর এক বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হই। এই সমস্ত বাধা কেবল বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও আসে। যোহন এই সমস্ত বাধাকে বর্ণনা করতে গিয়ে, ***"মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প"*** (১ যোহন ২.১৬) আখ্যা দিয়েছেন। "যাত্রিকের গতি" পুস্তকে লেখক জন বানিয়ন খ্রীস্ট বিশ্বাসীর জীবন পথের বিভিন্ন বাধাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

৩। ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্যদান - ৭ পদে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর অব্রামের বাধ্যতার বিশ্বাস জীবন দেখে সন্তুষ্ট হয়ে, নিজে অব্রামকে দর্শন দিলেন ও তাঁর প্রতি নিজের প্রতিজ্ঞাকে নিশ্চি ত করলেন, "*আমি তোমার বংশকে এই দেশ দেব।*" ঈশ্বর যখন অব্রামকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, অব্রামের মাধ্যমে ভূমণ্ড লের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ পাবে। এই কারণে, অব্রাম কনানে তাঁর জীবনের শুরু থেকে তাঁর চারি পাশের লোকদের কাছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ পাওয়া যায়, তাঁর বিষয় সাক্ষ্য দিতে ভুলে যাননি। দুটি বিষয়ের দ্বারা অব্রাম তাদের কাছে প্রকৃত ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন- তাঁর জীবন এবং ঈশ্বর আরাধনা।

অব্রাম তাঁর চারপাশের মানুষদের কাছে যে বিশ্বস্ততার

জীবন যাপন করেছিলেন, তার দ্বারা তিনি তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ, অব্রাম তাঁর পাশে মানুষদের পেয়েছিলেন। ভাইপো লোট সেই কারণে কাকার হাত ধরে অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে, অব্রামের বিশ্বাসজীবন লোটের জীবনের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, লোট স্বেচ্ছায় সমস্ত বিষয় ত্যাগ করে কাকা অব্রাম ও তাঁর ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়েছিল। আমাদের সত্য বিশ্বাসের জীবনযাত্রা আমাদের চারিপাশের মানুষের কাছে আশা জাগাতে বাধ্য এবং তা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। সত্য বিশ্বাস জীবন সর্বদা আমাদের বিশ্বাস জীবনের মাধ্যমে অন্যদের প্রভাবিত করে। আমরা আমাদের জীবনের দ্বারা যেন অন্যদের কাছে সাক্ষ্য দিতে ভুলে না যাই।

অব্রাম ঈশ্বর আরাধনার মাধ্যমেও মানুষের কাছে ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৭ এবং ৮ পদে, অব্রাম ঈশ্বরের উদ্দেশে দুইবার যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেছেন ও ঈশ্বর আরাধনা করেছেন। এই যজ্ঞবেদি নির্মাণের দ্বারা অব্রাম একদিকে, যেমন ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভক্তি প্রদর্শন করেছেন ও নিজেকে উৎসর্গ করেছেন; অন্যদিকে, তাঁর চারপাশের মানুষদের কাছে একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৮ পদের শেষাংশে এমন কথা বলা হয়েছে, অব্রাম "*সদাপ্রভুর নামে ডাকিলেন।*" এই একই কথা আমরা আদি ৪.২৬ পদে পেয়েছিলাম, যেখানে লোকদের সদাপ্রভুর নামে ডাকার কথা বলা হয়েছিল। এর দ্বারা সর্বসমক্ষে একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথাকে ঘোষণা করা হয়েছে। মার্টিন লুথার এই বাক্যকে "প্রভুর নামে প্রচার" আখ্যা দিয়েছেন। সহজ কথায়, অব্রাম ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করে উপস্থিত মানুষদের কাছে একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বরের কথা প্রচার করেছিলেন।

এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, আমরা কখনও আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসকে লুকিয়ে রাখতে পারি না। আমরা যদি সত্যি সত্যি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই সেই বিশ্বাস আমাদের জীবনের দ্বারা প্রকাশ পেতে বাধ্য। আমাদের জীবনযাত্রা দেখে আমাদের চারপাশের অবিশ্বাসী মানুষের মনে প্রশ্ন ও কৌতুহল জাগতে বাধ্য। এবং তারা যখন তাদের কৌতুহল ও প্রশ্ন নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তখন আমরা তাদের কাছে প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনার দ্বারা সাক্ষ্য দেব। এই ঈশ্বর আরাধনা একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা, যিনি অদৃশ্য হয়েও সর্বত্র বিদ্যমান, যিনি আমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টিকর্তা;কিন্তু কেবল সৃষ্টিকর্তা নয়- তিনি আমাদের প্রত্যেকের পিতা হতে চান, তাই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের পাপের ক্ষমা দিয়ে তাঁর সন্তান হবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

অব্রাম ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়ে বিশ্বাস জীবন যাপনের আদর্শ আমাদের দেখিয়েছেন। আমরা কি তাঁকে অনুসরণ করে সেই একই ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছি? যদি বিশ্বাসী হয়ে থাকি, তাহলে আমরা কি আমাদের বিশ্বাস জীবন তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্যতার দ্বারা যাপন করে চলেছি? সর্বদা মনে রাখতে হবে যে অবাধ্যতা অবিশ্বাসেরই অন্য নাম। আমরা মুখে ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা বলব, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবাধ্যতার জীবন যাপন করব -- তা হয় না। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি, ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা মুখে বলার দ্বারা নয়। ঈশ্বর আমাদের মুখের কথা নয়, কিন্তু তিনি আমাদের হৃদয় ও জীবন দেখেন। আসুন, ঈশ্বর বিশ্বাসে তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভ্রা. সুজয় রায়)